প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২৪ : পর্যালোচনা ও সুপারিশ

পটভূমি

২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কিছু ক্ষেত্রে নামমাত্র পরিবর্তন এনে ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। *বাস্তবে সিএসএ নতুন মোড়কে নতুন নামে ডিএসএএর মতোই নিবর্তনমূলক*, অনেকাংশে অগণতান্ত্রিক এবং মত-প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় যা (২৯আগস্ট ২০২৩) টিআইবির পর্যালোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

যদিও বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা, সাইবার কৌশল এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এর উদ্দেশ্য পূরণ এবং বাস্তবায়নে সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু মূল আইনে বড় ধরনের অসংগতি রেখে অধঃস্তন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কতোটা অর্জন করা যাবে, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এমন বাস্তবতায় প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালার পর্যালোচনা ও সুপারিশপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০২: বাংলাদেশের প্রথম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণীত হয়। উক্ত নীতিমালায় কম্পিউটার অপরাধ, যেমন: কম্পিউটার ব্যবহার করে জালিয়াতি, হ্যাকিং, ভাইরাসের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও তথ্য-উপাত্তের ক্ষতিসাধন, প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২০০৬: বাস্তব অর্থে বাংলাদেশের প্রথম সাইবার আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ প্রণীত হয়। আইনটি বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং সাইবার অপরাধ বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইবুনাল এবং সাইবার আপীলেট ট্রাইবুনালের বিধান প্রণয়ন করে। আইনটি এর প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। আইনটির সাইবার অপরাধের অস্পষ্ট ও ব্যাপক সংজ্ঞা তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয় কারণ আইনটির বিধান মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসেবে দেখার সুযোগ তৈরি করে এবং এর ব্যাপক অপব্যবহার হয়।

২০০৯: ২০০৯ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে সাইবার পুলিশ প্রবর্তন এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ ট্রাবুনাল গঠনের প্রস্তাব করে।

২০১৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম সাইবার ট্রাইবুনাল স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল আরো ৭টি সাইবার ট্রাইবুনাল স্থাপিত হয়।

২০১৫: ২০১৫ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেসব প্রস্তাব করে তার মধ্যে ছিল:

- সাইবার অপরাধ তদন্তে পুলিশের বিশেস ইউনিট স্থাপন;
- কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত;
- সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি প্রতিষ্ঠা;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা;
- ইলেকট্রনিক লেনদেন নিরাপদ করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন এবং বর্তমান আইনের সংশোধন।

২০১৮: সবগুলো নীতিমালার মধ্যে ২০১৮ সালের আইসিটি নীতিমালা সাইবার নিরাপত্তার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতিমালার একটি উদ্দেশ্য ছিল সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা;
- সামাজিক মাধ্যমসহ সব ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- ডিজিটাল অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি প্রতিষ্ঠা;
- ডিজিটাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- সাইবার অপরাধ দমনের সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ।

নীতিমালার ব্যাপক প্রণোদনার মাঝে নাগরিক সমাজ, দেশীয়-আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের তীব্র বিরোধিতা এবং সমালোচনার মধ্যে ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়। একই বছর নতুন প্রণীত আইনের ৫ ধারায় বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠিত হয়।

২০২৩: প্রণীত হওয়ার সাথে সাথেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যাপক অপব্যবহার শুরু হয়। সাইবার অপরাধের অস্পষ্ট এবং ব্যাপক সংজ্ঞার সুযোগ নিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা আইনটি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ব্যাপক সমালোচনার মুখে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে ২০২৩ সালে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়।
এ বছরই ১৭ নভেম্বর জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি প্রতিষ্ঠর গেজেট প্রকাশিত হয়। ২০২৩ সালে ৬ জন পরিচালক এজেন্সি ত্যাগ করেন। যে ডজনখানেক লোকবল নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কেউ স্থায়ী ছিলেন না এবং তাদের বেশিরভাগেরই সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে কোন দক্ষতা ছিল না ***(ডেইলি স্টার, অনলাইন সংস্করণ, ৩০ নভেম্বর ২০২৩)***।
ঠিক এমনই একটি পরিস্থিতিতে সরকার সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২৪ প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২৪: অত্যন্ত সীমিত পরিসর
প্রস্তাবিত বিধিমালার শিরোনাম থেকে এটা প্রত্যাশা করার যৌক্তিক কারণ ছিল যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা হবে এবং বৃহত্তর পরিসরে মূল আইনের বিষয়গুলো এই বিধিমালায় বিস্তৃত ও ব্যাখ্যা করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিধিমালার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষায় দেখা যায় বিধিমালাটির পরিসর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ। বিধিমালায় মূলতঃ যা আছে:

বিধিমালা		বিষয়বস্তু
বিধি ৩-৭	⇨	জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির জনবল, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি
বিধি ৮-১৩	⇨	জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের দায়িত্ব ও কার্যাবলি
বিধি ১৬-১৭, তফসিল-১	⇨	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো
বিধি ২১-২৪, তফসিল-২	⇨	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২৪ ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০ এর পুনরুৎপাদন
প্রস্তাবিত বিধিমালার ১৯টি বিধি এবং একটি তফসিল হুবহু ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০ অনুকরণ করে প্রণীত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অভিজ্ঞতা প্রস্তাবিত বিধিমালায় উপেক্ষিত হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০		সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২৪
বিধি ২-৫	⇨	বিধি ২, ৪, ৫, ৬
বিধি ৬-১১	⇨	বিধি ৮-১৩
বিধি ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২০	⇨	বিধি ১৫, ১৬, ১৭, ১৪, ২৬
বিধি ১৩-১৬	⇨	বিধি ২১-২৪
তফসিল	⇨	তফসিল-২

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর সংকীর্ণ সংজ্ঞা
২। (ছ) "গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)" অর্থ
সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যাহা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যাহা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হইলে-
(অ) জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য; এবং

(আ) জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্ব,
এর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়িতে পারে;

প্রস্তাবিত বিধিমালা ইঙ্গিতবহ তালিকার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ করতে পারতো। যেমন:

- Energy
- Information, Communication Technologies (ICT)
- Water
- Food
- Health
- Financial Services
- Public & Legal Order and Safety
- Civil Administration
- Civil Protection
- Transport
- Industry, specially, Chemical and Nuclear Industry
- Space and Research
- Environment
- Defence
- Intelligence

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ নির্ণায়ক
প্রস্তাবিত বিধিমালা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো নির্ধারণে নির্দিষ্ট নির্ণায়ক অন্তর্ভুক্ত করতে পারতো। যেমন:

আক্রান্ত জনগণ	:	সেবা ব্যাহত হওয়ায় আক্রান্ত জনগণের শতকরা হার;
ঘনত্ব	:	আক্রান্ত এলাকায় মানুষের ঘনত্ব;
অর্থনৈতিক ক্ষতি	:	সেবা ব্যাহত হওয়ায় জিডিপি হারে অর্থনৈতিক ক্ষতি;
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	:	সেবা বিঘ্নিত হলে অন্য দেশের সাথে সম্পর্কের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে;
জনগণের আস্থা	:	সেবা বাধাগ্রস্ত হলে সরকারের উপর জনগণের আস্থায় কি পরিবর্তন আসতে পারে;
অন্যান্য সেবায় বাধা	:	সেবা ব্যাহত হলে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের সেবা কিভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা
বিধি ২। (১) (খ)-তে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার সে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ কারণ সংজ্ঞাটি পুরোপুরিভাবে অননুমোদিত প্রবেশের উপর নির্ভরশীল।
অননুমোদিত প্রবেশ ছাড়াও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন: কম্পিউটার সিস্টেমের উপর ভৌত আক্রমণ।

> ‘সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা’ অর্থ প্রকৃত বা সম্ভাব্য সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমন বৈরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহার ফলে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও এতদসংক্রান্ত নীতিমালা লঙ্ঘনক্রমে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার রিসোর্স নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ডিভাইসে অননুমোদিত প্রবেশ সংঘটিত হয় বা উক্তরূপ অননুমোদিত প্রবেশের ফলে সেবা প্রদান বন্ধ বা ব্যাহত হয় বা কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার রিসোর্স নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ডিভাইস অননুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো তথ্যের পরিবর্তন বা তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়;

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি: একটি সম্ভাব্য মাথাভারী প্রতিষ্ঠান
সাইবার নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালা অনুসারে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির একজন মহাপরিচালক এবং পাঁচজন পরিচালক থাকবেন:

১. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) - বিধি ৭। (ক)
২. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) - বিধি ৭। (খ)

৩. পরিচালক (আইন ও উন্নয়ন) - বিধি ৭। (গ)
৪. পরিচালক (অপারেশন - ১) - বিধি ৭। (ঘ)
৫. পরিচালক (অপারেশন - ২) - বিধি ৭। (ঙ)

মহাপরিচালকসহ মোট ৬ জন পরিচালক নিয়ে সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি।

২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৭ ধারা অনুসারে:
এজেন্সির জনবল
(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এজেন্সির প্রয়োজনীয় জনবল থাকিবে।
(২) এজেন্সির জনবলের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালায় জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক ও পরিচালক সম্পর্কে বিধান থাকলেও এজেন্সির অন্যান্য লোকবল সম্পর্কে কোন বিধান রাখা হয়নি।

- বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপিত হয় ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর।
- জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপিত হয় ২০২৩ সালের ৭ নভেম্বর।
- ২০২৩ সালে মোট ৬ জন পরিচালক এজেন্সি ত্যাগ করেন। ডেইলি স্টারের ভাষায়: ***এজেন্সি হ্যাজ অলসো বিকাম এ রিভলভিং ডুর অব ডিরেক্টরস***।
- ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্সিতে যে ডজন খানেক লোকবল নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কেউ স্থায়ী লোকবল ছিলেন না।

প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালায় মহাপরিচালকসহ মোট ৬জন পরিচালকের বিধান, অন্যান্য লোকবল সম্পর্কে বিধান না রাখা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা - এসব কিছু মিলিয়ে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি একটি মাথাভারী সংগঠনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।
অসম অনুপাতে উচ্চতর এবং নিম্ন পদাধিকারী লোকবলের কারণে ব্যবস্থাপনার অনেকগুলো স্তর তৈরি হবে। এতে:

- দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে;
- এজেন্সির ভেতরে তথ্য প্রবাহ ধীর গতিতে হবে;
- অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক পদের জন্য কর-দাতাদের টাকা বেশি ব্যয় হবে;
- এজেন্সির লোকবলের সীমিত ক্ষমতায়নের কারণে তাদের মনোবল এবং কার্যক্রমের কার্যকারিতা কমে যাবার ঝুঁকি তৈরি হবে।

অস্পষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো
সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এবং প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২৪ আমাদের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির কাঠামো সম্পর্কে যে ধারণা দিচ্ছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট।
প্রস্তাবিত বিধিমালা জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি এবং এর পরিচালকবৃন্দ, জাতায় সাইবার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিমের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে ধারণা দিলেও বৃহত্তর পরিসরে সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির সাংগঠনিক কাঠামো কী হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট লোকবলের যোগ্যতা

- সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট লোকবলের যোগ্যতা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করা হয়নি।
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই জরুরি এবং প্রাসঙ্গিক কারণ ২০২৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্সিতে কর্মরত লোকবলের বেশিরভাগেরই সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে কোন দক্ষতা ছিল না।
- 'সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ' শব্দমালা স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট কোন যোগ্যতাকে নির্দেশ করে না।

লোকবল	সাইবার নিরাপত্তা আইনে যোগ্যতা	প্রস্তাবিত বিধিতে যোগ্যতা
এজেন্সির মহাপরিচালক ও পরিচালক	কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ	নীরব
এজেন্সির অন্যান্য লোকবল	বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে	নীরব
NCERT	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ	নীরব
ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব	উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
CII Auditors	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ	এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত

সোর্স মানি এবং ঝুঁকি ভাতা

- বিধি ৩। (২) এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করছে যা মূল আইনে উল্লেখ নেই।

> (২) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী সোর্স মানি প্রাপ্ত হইবে এবং এজেন্সির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী বিশেষ ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

- এটি একটি গুরুতূপূর্ণ নীতি-সংক্রান্ত বিষয় বিধায় বিষয়টি সংসদ কর্তৃক উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত মূল আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত ছিল।
- ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ভাতা কিভাবে নির্ধারিত হবে সে ধরনের কোন ইঙ্গিত প্রস্তাবিত বিধিমালায় নেই।
- এ ধরনের কোন নির্দেশনা থাকায় অধঃস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতার এ ধরনের ব্যবহারকে অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবার অবকাশ আছে যা আইনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তথ্য বিনিময়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর উপর বড় ধরণের যেসব আক্রমণ এসেছে তার সবই এসেছে দেশের বাইরে থেকে। এসব আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

NCSA, NCERT, CERT, CIRT বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য কী ধরনের আইনী, কূটনৈতিক এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কারা কিভাবে সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, প্রস্তাবিত বিধিমালায় সে সম্পর্কিত বিধান নেই।

MLAT বাস্তবায়ন

মূল আইনের ৫৪ ধারায় বলা আছে:

> ৫৪। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।— এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন হইলে, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

অপরাধ সম্পর্কিত পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি (MLAT) সম্পাদন এবং বাস্তবায়ন ছাড়া সাক্ষ্যের অভাবে সাইবার অপরাধীদের কার্যকর বিচার অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রস্তাবিত বিধিমালা এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের অনুরোধের বিধান ও আইনী ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারতো।

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব কর্তৃক অনুসরণীয় মানদণ্ড

- ডিজিটাল ফরেনসিক পদ্ধতির মান নিশ্চিত করার জন্য বিধিমালা নির্দিষ্ট কিছু আইএসও মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে। সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের জন্য আইনে আইএসও মানদণ্ড উল্লেখ করা সরকারগুলোর জন্য কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

- তবে বাংলাদেশের মতো দেশে এ ধরণের মানদণ্ড বাস্তবায়ন ও অর্জন করা কঠিন হতে পারে। ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার অভাব, লোকবলের মধ্যে সহযোগিতার অভাব, মান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের জন্য বিরাট সমস্যা হতে পারে।
- অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা মানদণ্ড অর্জনে আরেকটি বড় বাধা হতে পারে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং লোকবলজনিত কারণে সীমিতভাবে কাজ করতে পারছে।
- যদিও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব কর্তৃক অনুসরণীয় আইএসও মানদণ্ডগুলোকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, তবুও আমরা মনে করি মানদণ্ডগুলোকে প্রস্তাবিত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার এই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
- মানদণ্ডগুলোকে বিধিমালায় রাখলে এগুলোর সর্বশেষ সংস্করণ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- আইএসও মানদণ্ডের চাইতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনী মানদণ্ডের উপর বেশি জোর দেয়া উচিত।

ডিজিটাল সাক্ষ্যের বিভিন্ন শাখা উপেক্ষিত

- প্রস্তাবিত বিধিমালার তফসিল-২ এ বর্ণিত ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ থেকে এটা পরিষ্কার যে এখানে ডিভাইস এবং ফাইল সিস্টেম ফরেনসিকসের উপর জোর দেয়া হয়েছে।
- সারা বিশ্বে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে যে প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত অগ্রগতি ও আধুনিকায়ন হয়েছে তা প্রস্তাবিত নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়নি।
- কম্পিউটার ফরেনসিক্স, ডিস্ক ফরেনসিক্স, মোবাইল ডিভাইস ফরেনসিক্স, ডাটাবেজ ফরেনসিক্স, ডিজিটাল ইমেজ ফরেনসিক্স, ডিজিটাল অডিও/ভিডিও ফরেনসিক্স, নেটওয়ার্ক ফরেনসিক্স, ওয়্যারলেস ফরেনসিক্স, ফাইল সিস্টেম ফরেনসিক্স, মেমোরি ফরেনসিক্স, ইমেইল ফরেনসিক্স, ম্যালওয়্যার ফরেনসিক্স - এসব কিছুর জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।
- ***সব সমস্যার জন্য এক সমাধান*** নীতির অনুসরণ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা ব্যাহত করবে।

ডিজিটাল সাক্ষ্য বিষয়ক মূল আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ

বাংলাদেশের সব আদালতে ডিজিটাল সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য ২০২২ সালে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সংশোধন করা হয়। উক্ত আইনের ৬৫ক এবং ৬৫খ ধারায় ডিজিটাল সাক্ষ্যের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বিধিমালায় তার কোন উল্লেখ নেই।

প্রস্তাবিত বিধিমালা একটি বিশেষ আইন (Special law) প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রণীত হচ্ছে বিধায় এখান থেকে ডিজিটাল সাক্ষ্যের দ্বৈত ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

ডিজিটাল আলামত গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রেরণে আইনী শূন্যতা

- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব কোন আইনী প্রক্রিয়ায়, কার কাছ থেকে, কিভাবে ডিজিটাল আলামত গ্রহণ করবে সে সম্পর্কিত স্পষ্ট কোন বিধান মূল আইন এবং প্রস্তাবিত বিধিমালায় নেই।
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব কর্তৃক বিশ্লেষিত আলামত (যা পরবর্তীতে ডিজিটাল সাক্ষ্য হতে পারে) এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কারা কিভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করবে সে সম্পর্কিত কোন বিধানও প্রস্তাবিত বিধিমালায় নেই।

ডিজিটাল সাক্ষ্যের জব্দ তালিকা

- ডিজিটাল সাক্ষ্য অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এর অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হলো ডিজিটাল সাক্ষ্য খুব সহজেই বদলে দেয়া যায়।
- বর্তমানে প্রচলিত জব্দ তালিকার [B.P. Form No. 44 (Bengal Form No. 5276)] পাশাপাশি ডিজিটাল সাক্ষ্য জব্দ করার জন্য বিধিমালা নতুন জব্দ তালিকা প্রণয়ন করতে পারতো।
- বর্তমান পরিস্থিতিতে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৪০। (১), ৪১। (অ) এবং ৪২। (১) (খ) ধারার আধীন তদন্তকারী কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল সাক্ষ্যের মৌলিকতা প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে।

বাংলার বিভ্রান্তিকর ব্যবহার

প্রস্তাবিত বিধিমালায় বাংলার ব্যবহার প্রাঞ্জল ও পাঠানুকূল নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। যেমন:

Location	**English**	**Bangla**

Rule 13. (2) (h)	Denial of Service (DoS)	সেবা প্রদানে অস্বীকার করা
Rule 13. (2) (h)	Distributed Denial of Service (DDoS)	সেবা ও শ্রেণিকৃত সেবা প্রদানে অস্বীকার করা
Schedule-1	Fair presentation	ন্যায্যতা প্রদর্শন
Schedule-1	Due professional care	পেশাগত উৎকর্ষতা
Schedule-1	Independence	স্বাধীনতা

আমাদের প্রস্তাব

- আমরা মনে করি সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ নিবর্তনমূলক, অনেকাংশে অগণতান্ত্রিক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়। আমরা বিশ্বাস করি মূল আইনে এধরনের অসংগতি রেখে অধঃস্তন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অনেকটাই নিষ্ফল হয়ে যাবে। তাই সাইবার নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২৪ চূড়ান্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও সকল অংশীজনের উদ্বেগ, মতামত ও পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে এবং অর্থপূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ সংশোধন করতে হবে।
- বিধিমালাটি আমাদের সীমিত অর্থনৈতিক, প্রাযুক্তিক সক্ষমতা এবং মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
- সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ন্যূনতম ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত এবং প্রাযুক্তিক যোগ্যতা বিধিমালা দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত।
- দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে ডিজিটাল সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য বিধিমালায় আইনী কার্যবিধি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে ডিজিটাল সাক্ষ্য আদালত কর্তৃক সহজেই গৃহীত হতে পারে।
- জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির একটি কার্যকর ও অর্থপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো থাকা দরকার।
- নতুন ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা না করে বর্তমান ফরেনসিক ল্যাবটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সফটওয়ার এবং লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করা উচিত। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত সময়ে নতুন ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে।
- জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি, জাতীয় সাইবার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম এবং ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রমে যাতে নাগরিকদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে সংক্রান্ত মানবাধিকার সুরক্ষা বিধান প্রস্তাবিত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

♣